হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৪০৪৯/২০১৪

চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ
ঠিকানা-মোজাফফর ম্যানশন (থার্ড ফ্লোর) ৩০৩, শেখ মুজিব রোড, দেওয়ানহাট, থানা-ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০। ইহার পক্ষে পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তৎ পরিচালক মোঃ ফয়সাল বীন নাছির

---- অভিযোগকারী-আপীলকারী।

-বনাম-

মির্জা শফিকুল ইসলাম ও অন্য

---- প্রতিপক্ষদ্বয়

এ্যাডভোকেট শেখ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

---- অভিযোগকারী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট টি,এম, শাকিল হাসান

---- ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

---- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০১.০৮.২৩, এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৬.১০.২০২৩,

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক দায়রা মামলা নং-৬১২/২০০৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশে আসামী মির্জা শফিকুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুম্যান্ট এ্যাক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় আসামীকে উক্ত ধারার অভিযোগ হতে খালাসের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শেখ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট টি,এম, হাসান ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অত্র আপীল দরখাস্ত এবং নথি পর্যালোচনা করা হল। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শেখ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট টি, এম, হাসান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অভিযোগকারীর অভিযোগের দরখাস্ত নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

মাননীয় চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদালত, চট্টগ্রাম।
সি, আর, মামলা নং-৭৯/২০০৮ ইং।

বিষয়ঃ ফৌজদারী অভিযোগ।

চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ
ঠিকানা-মোজাফফর ম্যানশন (থার্ড ফ্লোর) ৩০৩, শেখ মুজিব রোড, দেওয়ানহাট, থানা-ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০। ইহার পক্ষে পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তৎ পরিচালক মোঃ ফয়সাল বীন নাছির, বয়স-২৭ বৎসর, পিতা-মোঃ নাছির উদ্দিন পাটোয়ারী, ঠিকানা-ঐ।

---- বাদী/অভিযোগকারী।

-বনাম-

মির্জা শফিকুল ইসলাম, বয়স-৪৫ বৎসর, পিতা-মরহুম মির্জা আবুল খায়ের, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম-লেলাংগারা, ডাকঘর-বিনাজুরী, থানা-রাউজান, জিলা-চট্ট গ্রাম। এবং
বাসার ঠিকানা-বাসা নং-১৫/এ (সিকদার স্টোরের সামনের বাসা), রোড নং-১, হিল ভিউ আবাসিক এলাকা, রুবী গেইট, পূর্ব নাসিরাবাদ, থানা-বায়েজীদ বোস্তামী, জিলা-চট্টগ্রাম। এবং অফিস ঠিকানা-পরিচালক, চিটাংগাশ সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ, মোজাফফর ম্যানশন (থার্ড ফ্লোর), ৩০৩, শেখ মুজিব রোড, দেওয়ানহাট, থানা-ডবমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০। এবং প্রযত্নে-মিজ্জা এস ইসলাম, পৌরসভা মার্কেট, ২য় তলা, ধনিয়ালাপাড়া, ডিটি রোড, থানা-ডবলমুরিং, জিলা- চট্টগ্রাম।

-----আসামী।

ডিজঅনারকৃত চেকে উল্লেখিত অর্থের পরিমান ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা।

মামলার ধারাঃ *দি নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা।*

ঘটনার তারিখ ও সময়ঃ *০৫.০৮.২০০৭ ইং, ২০.০৯.২০০৭ ইং, ২০.১০.০৭ ইং, ২০.১১.২০০৭ইং, ২১.০৯.২০০৭ ইং, ২৪.১০.২০০৭ ইং, ১০.১২.২০০৭ ইং, ১৭.১২.২০০৭ ইং, ১৮.১২.২০০৭ ইং, ২৬.১২.২০০৭ ইং এবং সর্বশেষ ২৭.১২.০৭ ইং সহ বিভিন্ন তারিখ ও সময়।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঘটনাস্থলঃ *চট্টগ্রাম মহানগরীর ডবলমুরিং থানাধীন বাদীর উপরোক্ত ঠিকানা।* ***বাদী /অভিযোগকারী নিম্নমতে নিবেদন করেন,*** *১। বাদী আইন দ্বারা গঠিত ও নিবন্ধিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হয়। ইহা সুনামের সহিত রিয়েল এস্টেট ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। বাদী কোম্মানীর বিগত ০৪.১০.২০০৭ তারিখের সভার কার্যবিবরনী অনুযায়ী ইহার পরিচালক মোঃ ফয়সাল বিন নাছির'কে সহ মোট চারজন পরিচালককে কোম্পানীর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা শফিকুল ইসলাম বিরুদ্ধে কোম্পানীর অর্থ জালিয়াতি ও প্রতারনার মাধ্যমে আত্মসাতের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষমতা অর্পন করা হয় বিধায় তিনি বাদী হইয়া কোম্পানীর পক্ষে অত্র অভিযোগ আদালতে আনয়ন করিলেন।* *২। আসামী আইন অমান্যকারী, অর্থ আত্মসাতকারী, প্রতারক ও বিশ্বাসভঙ্গকারী ব্যক্তি হয়। দেশের প্রচলিত আইন-কানুন ও ব্যবসায়িক রীতিনীতির প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নাই। আসামী নিজে ব্যবসায়ী হইলেও অপর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পাওনা অর্থ প্রতারনা ও বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে আত্মসাৎ করিতে তাহার বিবেকে এতোটুকু আটকায় না। পরসম্পদ আত্মসাত ও লুটপাটের মাধ্যমে অবৈধভাবে সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তোলাই তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়।* *৩। আসামী বাদী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর থাকাকালীন সময়ে আর্থিক অনিয়ম, জালিয়াতি ও প্রতারনার মাধ্যমে কোম্পানীর ৬৭,০০,০০০/- (সাতষট্টি লক্ষ) টাকা আত্মসাৎ করেন। আসামী কর্তৃক উপরোক্ত টাকা আত্মসাতের বিষয়টি ধরা পড়িলে, কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইহার পর আসামী কোম্পানীর উক্ত পাওনা স্বীকারে তাহা আপোষ আদায়ের অঙ্গীকার করেন এবং আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকার জন্য কোম্পানীর নিকট অনুরোধ করেন।* *৩। পরবর্তীতে কোম্পানী ০৫.০৮.২০০৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত হইয়া আসামী আত্মসাতকৃত অর্থ বাবদ কোম্পানীর ৬৭,০০,০০০/- (সাতষট্টি লক্ষ) টাকা পাওনা স্বীকার করেন এবং কৃত কর্মের জন্য কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আসামী ঐদিনই বাদী কোম্পানীর পাওনার আন্দর ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধের নিমিত্তে নিম্নোক্ত বর্ণনার তিনখানা চেকসহ মোট চল্লিশ লক্ষ টাকার চেক কোম্পানীর বরাবরে প্রদান করেন এবং চেকসমূহ যথাসময়ে নগদায়নের ব্যবস্থা করিবেন মর্মে কোম্পানীকে আস্বস্থ করেন। ইহা ছাড়াও,*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

কোম্পানীর নিকট পাওনার বিপরীতে কোম্পানীর পরিচালক সৈয়দ হোসেন চৌধুরীর বরাবরে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা একখানা চেক প্রদান করেন।

০৪। অবশিষ্ট ২,০০,০০০/= (দুইলক্ষ) টাকা কোম্পানীর চলতি সনের অডিট সম্পন্ন পর পরিশোধ করিবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন। আসামী আরো অঙ্গীকার করেন যে, ফাইন্যান্সিয়াল অডিট সম্পন্ন হওয়ার পর যদি কোম্পানী উক্ত ৬৭,০০,০০০/= টাকার অতিরিক্ত আসামীর নিকট পাওনা হন তাহাও তিনি কোম্পানীকে পরিশোধ করিবেন। উল্লেখ্য, আসামীর প্রদত্ত চার খানার চেকের মধ্যে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এর ২০/০৮/২০০৭ইং তারিখের ০০৩৬৯৯৪৮২ নং চেকখানা তিনবার ডিজঅনার হইলেও তাহার অনুরোধের ভিত্তিতে চেক ডিজঅনার হওয়ার বিষয়ে কোম্পানীর পক্ষে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার পর আসামী উক্ত চেকে উল্লেখিত ১০,০০,০০০/= টাকা দফে দফে পরিশোধ করায় উক্ত চেকখানা তাহার বরাবরে ফেরত প্রদান করা হয়।

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	চেকের তাং	চেকের টাকা অংক	চেক নং	হিসাব নং	ডিজঅনার তাং
১	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (Payable at any Branch in Bangladesh)	২০.০৯.০৭	১০,০০,০০০/-	০০৩৬৯৯৪৮৩	৫১০২০০০৯৫৫২	২১.০৯.০৭ ২৪.১০.০৭ ১০.১২.০৭
২	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (Payable at any Branch in Bangladesh)	২০.১০.০৭	১০,০০,০০০/-	০০৩৬৯৯৪৮৬	৫১০২০০০৯৫৫২	২৪.১০.০৭ ১০.১২.০৭
৩	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (Payable at any Branch in Bangladesh)	২০.১১.০৭	১০,০০,০০০/-	০০৩৬৯৯৪৮৫	৫১০২০০০৯৫৫২	১০.১২.০৭

০৫। আসামী আশ্বাসের ভিত্তিতে ১ম চেকখানা বাদী কোম্পানীর নামীয় সংশ্লিষ্ট হিসাবে নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করিলে তাহা ২১/০৯/২০০৭ইং তারিখে Fund Insufficient মন্তব্যে ডিজঅনার হইয়া ফেরত আসে। চেকখানা ডিজঅনারের বিষয়টি আসামীকে অবহিত করিলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করতঃ চেকসমূহ নগদায়নের ব্যবস্থা করিবেন মর্মে আশ্বাস দিয়া পুনরায় উপস্থাপনের জন্য বাদীকে অনুরোধ করেন। ফলে, বাদী কোম্পানী পক্ষে উল্লেখিত ১ম চেকখানাসহ ২য় চেকখানা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করা হইলে তাহা ২৪/১০/২০০৭ইং তারিখে Fund Insufficient মন্তব্যে ডিজঅনার হইয়া ফেরত আসে। আসামীর এহেন শঠামী ও প্রতারনা মূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বাদী প্রতিষ্ঠান

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আইনের আশ্রয় গ্রহন করিতে চাহিলে, আসামী নিজের মর্যাদা ও সুনাম রক্ষার স্বার্থে চেকসমূহ নগদায়নের জন্য সর্বশেষ বারের মতো সময় প্রদানের অনুরোধ করেন এবং ১০/১২/২০০৭ইং তারিখ উপরোক্ত তিনখানা চেকই নগদায়নের ব্যবস্থা করিবেন মর্মে বাদী কোম্পানী সংশ্লিষ্টদের নিকট অঙ্গীকার করেন। বাদী কোম্পানীও আপোষে টাকা আদায়ের লক্ষ্যে আসামীর বিরুদ্ধে তখন আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করে নাই এবং আসামীর কথামতো উল্লেখিত তিনখানা চেক কোম্পানীর নামীয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করিলে, তিনখানা চেকই নগদায়ন/ক্লিয়ারিং হওয়ার পরিবর্তে বিগত ১০/১২/২০০৭ইং তারিখে Fund Insufficient মন্তব্যে ডিজঅনার হইয়া ফেরত আসে। বাদী প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধের জন্য উল্লেখিত তিনখানা চেক প্রদান পূর্বক তাহা যথাসময়ে নগদায়নের ব্যবস্থার করিবেন মর্মে অঙ্গীকার করিয়াও আসামী দুরভিসন্ধিমূলকভাবে নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাবে প্রয়োজনীয় টাকা জমা না রাখায় উক্ত চেকত্রয় উপরোক্ত মন্তেব্যে ডিজ-অনার হইয়া ফেরত আসে। *০৬। উপরোক্ত চেকত্রয় ডিজঅনার হওয়ার বিষয়টি অবগত করাইয়া আইনের বিধানমতে বাদী প্রতিষ্ঠান পক্ষে ডিজঅনারকৃত চেকে উল্লেখিত ৩০,০০,০০০/= (ত্রিশলক্ষ) টাকার পাওনা নোটিশপ্রাপ্তির ৩০দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে বিজ্ঞ আইনজীবী আসামীর উপরোক্ত ঠিকানায় রেজিস্ট্রারী ডাকযোগে বিগত ১৭/১২/২০০৭ইং তারিখে লিগ্যাল ডিমান্ড নোটিশ প্রদান করেন। ১৮/১২/২০০৭ইং তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট ডাকপিয়ন কর্তৃক বিলির প্রচেষ্টার পরও আসামী উদ্দেশ্যমূলক ভাবে উক্ত নোটিশ গ্রহণ না করায় "বারবার তালাশে প্রাপক না পাওয়ায় ফেরত দেওয়া গেলো" মন্তেব্যে বিগত ২৭/১২/২০০৭ইং তারিখসহ বিভিন্ন তারিখে ফেরত আসে। এইদিকে সূ-চতুর আসামী উক্ত নোটিশের সম্পর্কে জানিতে পারিয়া বাদী প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধের দায় হইতে আত্মরক্ষা করিতে নানা ফন্দিফকির করিতে থাকেন এবং মিথ্যা বক্তব্য উল্লেখে উক্ত চেকত্রয় ফেরত দাবী করিয়া বাদী কোম্পানীর বরাবরে বিগত ২৬/১২/২০০৭ইং তারিখে একখানা লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে। বাদী প্রতিষ্ঠানের এই পাওনা টাকা পরিশোধে এই আসামী এককভাবে দায়ী এবং উক্ত টাকা বাদী প্রতিষ্ঠানের নিকট পরিশোধ করিতে সে আইনতঃ বাধ্য বটে। কিন্তু আসামী বাদী প্রতিষ্ঠানের পাওনা অদ্যাবধি আদায় না করাতে বাদী প্রতিষ্ঠান অপূরনীয় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে।* *০৭। পরবর্তীতে কোম্পানীর অডিট চলাকালে আসামী কর্তৃক*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রতারনার মাধ্যমে কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের বিষয়টি ধরা পড়তে থাকে। আসামী ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাকালীন সময়ে কোম্পানীর নামে উত্তর পাহাড়তলী/নাসিরাবাদ এলাকায় জমি খরিদের জন্য মোহাম্মদ অহিদুল আলমকে অগ্রিম প্রদানের নাম করিয়া বিভিন্ন তারিখের তিনখানা ভাউচার মূলে সর্বমোট ২১,৫০,০০০/= টাকাসহ সর্বমোট ২৯,৮০,০০০/= (উনত্রিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা আত্মসাত করে, কোম্পানীর অর্থ আত্মসাতের দায় হইতে আত্মরক্ষার্থে আসামী সূ-কৌশলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পদ হইতে পদত্যাগের পরও তাহা কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দের নিকট গোপন রাখিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন দলিলপত্রে, ভাউচার ও নোটিশে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে দীর্ঘ দুই মাস যাবত স্বাক্ষর করে এবং কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সকলের অগোচরে সরাইয়া ফেলিয়া তাহা জালিয়াতি ও প্রতারনার দলিলে পরিণত করে। বাদী প্রতিষ্ঠনের পক্ষে হইতে এই ব্যাপারে আসামীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে দন্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের করে। যাহা বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানায় তদন্তাধিন রহিয়াছে। *০৮। বাদীর প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধের জন্য আসামী উপরোক্ত চেকত্রয় দিয়াছেন। ব্যাংকে উপরোক্ত চেকত্রয় সংশ্লিষ্ট হিসাবে উপস্থাপন করা হইলে তাহা অপর্যাপ্ত তহবিল মন্তেব্যে ডিজঅনার হয়। বাদী প্রতিষ্ঠান দি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী আপোষে পাওনা আদায়ের জন্য ত্রিশ দিনের সময় দিয়া আসামীকে নোটিশ দেন। আসামী নোটিশের মেয়াদকালে বাদীর পাওনা আপোষে আদায় দেয় নাই। ফলে, আসামী নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্টের ১৩৮ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন। আপোষে আসামীর নিকট হইতে পাওনা টাকা নোটিশের মেয়াদকালের মধ্যে আদায়ে ব্যর্থ হইয়া তাহা আদায়ের জন্য বাদী মাননীয় আদালতে নির্দিষ্ট মেয়াদকালের মধ্যেই অত্র অভিযোগ আনয়ন করিতে বাধ্য হইলেন। মাননীয় আদালতের আওতাধীন সিএমপির ডবলমুরিং থানা এলাকায় স্থিত বাদী প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত শাখা কার্য্যালয়ের ঠিকানায় চেকের লেনদেন সংগঠিত হয়। অভিযোগের স্বপক্ষে বাদীর প্রতিষ্ঠানের সাক্ষী ও প্রামান্য দলিলাদি আছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও প্রামান্য দলিলাদি বাদী প্রতিষ্ঠানের পাওনার দাবীর সত্যতা প্রমান করিবে। এমতাবস্থায় আসামীর বিরুদ্ধে দি নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট-এর ১৩৮ ধারায় অপরাধ সরাসরি আমলে লইয়া গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা আবশ্যক।* *অতএব বিনীত নিবেদন এই যে, মহোদয় কৃপা বিতরণে দয়া*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরবশ হইয়া উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামীর বিরুদ্ধে নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট-এর ১৩৮ ধারায় অপরাধ সরাসরি আমলে লইয়া গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী পূর্বক তাহাকে ধৃত করিয়া বিচারান্তে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে এবং আসামীর নিকট হইতে বাদী ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়ে বিহীত আদেশ দানে মর্জি হয়। *তারিখ- /০১/২০০৮ ইং।* ***সাক্ষীদের নামঃ*** *১। বাদী নিজে।* *২। নুরুল আজিম, চেয়ারম্যান, চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ।* *৩। এম মনিরুল মান্নান চৌধুরী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ।* *৪। আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ, পরিচালক, চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ।* *৫। সৈয়দ হোসেন, পরিচালক, চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ।* *৬। নুরুল আলম, পরিচালক, চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ।* *৭। বদরুল আলম, পরিচালক, চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ।* *৮। শাহাদাত হোসেন, পরিচালক, চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ।* *৯। মোহাম্মদ ইব্রাহীম, পরিচালক, চিটাগাং সিটি গার্ডেন ডেভেলপার্স লিঃ।* *এবং আরো অনেকে আছে।* ***সংযুক্তঃ*** *১। বাদী কোম্পানী পক্ষে মামলা পরিচালনার কার্যবিবরনীর কপি ফর্দ্দ।* *২। বাদীর পাওনা আদায়ের জন্য প্রদত্ত চেক ও ডিজঅনার স্লিপের ফটোকপি- ফর্ম।* *৩। আসামীর বরাবরে ব্যাংকের প্রদত্ত লিগ্যাল ডিমান্ড নোটিশের ফটোকপি ফর্ম।* *৪। প্রদত্ত নোটিশের রেজিষ্টারী ডাকের স্লিপ ও ফেরত স্লিপ এর ফটোকপি- ফর্ম।* *৫। আসামী পক্ষে প্রদত্ত ২৬/১২/০৭ইং তারিখের লিগ্যাল নোটিশের কপি ফর্দ্ধ।* *সর্বমোট------- ৩০ ফর্ম।* *তুলনাকারী* *স্বা/-অস্পষ্ট* *প্রধান তুলনাকারী* *২৬.০৫.১৪* **উপরিল্লিখিত অভিযোগনামা দরখাস্ত সহজ সরল পাঠে এটি প্রতীয়মান যে, কোম্পানী তার তথাকথিত পাওনা বাবদ আসামী থেকে অত্র চেকটি গ্রহণ করেছেন।**

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অর্থাৎ কোম্পানী কোন পণ বা কোন কিছুর বিনিময়ে অত্র চেকটি প্রাপ্ত হন নাই।

The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ৪৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"***43. Negotiable instrument made, etc., without consideration-*** *A negotiable instrument made, drawn, accepted, indorsed or transferred without consideration, or for a consideration which fails, creates no obligation of payment between the parties to the transaction. But if any such party has transferred the instrument with or without indorsement to a holder for consideration, such holder, and every subsequent holder deriving title from him, may recover the amount due on such instrument from the transferor for consideration or any prior party thereto.*

Exception I- No party for whose accommodation a negotiable instrument has been made, drawn, accepted or indorsed can, if he have paid the amount thereof, recover thereon such amount from any person who became a party to such instrument for his accommodation.

Exception II- No party to the instrument who has induced any other party to make, draw, accept, indorse or transfer the same to him for a consideration which he has failed to pay or perform in full shall recover thereon an amount exceeding the value of the consideration (if any) which he has actually paid or performed."

উপরিল্লিখিত ধারা ৪৩ পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, পণ তথা বিনিময় (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা। তথা এরূপ চেক দিয়ে The Negotiable

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করা যায়না। ***গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১১৮ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ*** ***"118. Presumptions as to negotiable instruments of consideration- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:*** ***(a) That every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration.*** ***as to date;*** ***(b) that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;*** ***as to time of acceptance;*** ***(c) That every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;*** ***as to time of transfer;*** ***(d) that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;*** ***as to order of indorsement;*** ***(e) that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;*** ***as to stamp;*** ***(f) that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;*** ***(g) that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of providing that the holder is a holder in due course lies upon him. "*** *"১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমিতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) হস্তান্তরের সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীত ধারক; ।-

ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-

(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;

(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উলি- খিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;

(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উলি- খিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;

(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;

(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;

(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;

(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (Fraudulently) অর্জিত হইবে, অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথবিহীত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।"

উপরিল্লিখিত ধারা সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক, পণের (consideration) বিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট। The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১১৮ মোতাবেক পণের প্রতিদানের বিনিময় ছাড়া (without consideration) কোন বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক আইনের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক হিসেবে গণ্য হবে না।

এককথায় কোন চেক, চেক প্রদানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত হলেও সেই চেকটি চেক হিসেবে গণ্য করা হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না সেই চেকটি প্রদানের বিনিময়ে চেক প্রদানকারী পণ বা বিনিময় বা প্রতিদান হিসেবে কোন কিছু প্রাপ্ত না হন।

মোহাম্মদ আলী বনাম রাষ্ট্র এবং অন্য [(2022) 26 ALR (HCD) 209] মোকদ্দমায় অত্র বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		"প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রতিদানের বিনিময় বা পণের বিনিময় প্রস্তুত বা আদিষ্ট।" *অভিযোগকারী তার অভিযোগের দরখাস্তে এবং পি, ডব্লিউ-১ হিসেবে সাক্ষ্যে বলেন যে, আসামী পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য তর্কিত চেকটি প্রদান করেন।* *পাওনা টাকার বিনিময়ে গৃহীত চেক পণ (consideration) নয়। ধারা ৪৩ মোতাবেক পণ (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা।* ***বর্তমান মোকদ্দমায় আসামী কোন পণের বিনিময়ে চেকটি অভিযোগকারীকে প্রদান করেন নাই। ফলে পণ বা বিনিময় ছাড়া চেকটি প্রদত্ত হওয়ায় এটি আইনত "চেক" তথা "বিনিময়যোগ্য দলিল" নয়।*** **অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি নামঞ্জুর করা হল।** বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক দায়রা মামলা নং-৬১২/২০০৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ